আসছে হাজার কোটির রামায়ণ

শুক্রবার মুক্তি। রামের ভূমিকায় রণবীর কাপুর।

বিনোদনের প্রতিবেদন: দীপাবলি উপলক্ষে আগামী শুক্রবার মুক্তি পেতে চলেছে রণবীর কাপুর, সাই পল্লবী ও যশ অভিনীত এবং নমিত মালহোত্রা প্রযোজিত ‘রামায়ণ’ পার্ট ১। দুই পর্বের এই ছবির বাজেট প্রায় হাজার কোটি টাকা। মুক্তির আগেই বক্স অফিসে বড়সড় নজির গড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে ‘রামায়ণ’। এখনও পর্যন্ত ছবিটির আগাম টিকিট বিক্রি থেকে আয় হয়েছে প্রায় ১৫ কোটি টাকা। ফলে মুক্তির প্রথম দিনেই ‘ধুরন্ধর ২’-এর বিশ্বব্যাপী ২২৬.৬০ কোটি টাকার উদ্বোধনী আয়ের রেকর্ডকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই ছবি কেবল বড়পর্দায় নয়, আরও বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে পড়তে চলেছে। ভারতীয় মহাকাব্যকে কেন্দ্র করে তৈরি হতে পারে থিম পার্ক, সংগ্রহশালা এবং নানা ধরনের অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিনোদনকেন্দ্র। অর্থাৎ, দুই পর্বের চলচ্চিত্রের মধ্যেই এই মহাকাব্যকে সীমাবদ্ধ রাখতে চান না নির্মাতারা। বরং ভারতীয় পুরাণ ও সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে তৈরি হচ্ছে এক বৃহত্তর পরিকল্পনা। বড়পর্দায় ছবি দেখার অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়েও দর্শকদের কাছে এই মহাকাব্যকে পৌঁছে দেওয়াই নির্মাতাদের লক্ষ্য। নমিত মালহোত্রার এই উদ্যোগের লক্ষ্য শুধু একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ নয়, বরং ভারতীয় সংস্কৃতি ও পুরাণকে ঘিরে দীর্ঘস্থায়ী



ঐতিহ্য গড়ে তোলা। বিশেষত, নতুন প্রজন্মের কাছে প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা। ছবিতে রামের ভূমিকায় রয়েছেন রণবীর কাপুর। সীতার চরিত্রে অভিনয় করছেন সাই পল্লবী। রাবণের ভূমিকায় দেখা যাবে যশকে। হনুমানের চরিত্রে সানি দেওল এবং লক্ষ্মণের ভূমিকায় রবি দুবে। নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত দুই পর্বে নির্মিত এই ছবির প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছে প্রাইম ফোকাস স্টুডিওজ। সঙ্গে রয়েছে ডিএনইজি এবং যশের সংস্থা মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনস।

পাঁচ নারীর নিজের শর্তে জীবনযাপনের গল্প

বিনোদনের প্রতিবেদন: বাংলা ছবিতে হাত দিলেন জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী পরিচালক গুলবাহার সিং। নতুন ছবিটির নাম ‘পরশমণি’। পাঁচজন নারীর সংগ্রাম, স্বপ্ন ও ভালবাসার কাহিনি বলবে এই ছবি। প্রধানত নারীর স্বাধীনতা, ক্ষমতায়ন ও আত্মপরিচয়ের সন্ধানকে কেন্দ্র করে চিত্রনাট্য আবর্তিত হবে। পাঁচ মুখ্যচরিত্রে শ্রীতমা মিত্র, অঙ্কিতা ব্রহ্ম, ঐশিকী ঘটক, অদিতি বিষ্ণু ও ঈপ্সিতা নাগ। অন্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন রাহুল গঙ্গোপাধ্যায়, খরাজ মুখোপাধ্যায় ও কৌশিক সেন। ছবির গল্প



মধ্যবিত্ত পরিবারের পাঁচজন শিক্ষিত তরুণীকে নিয়ে। খারাপ অভিজ্ঞতার ফলে তারা নিজেদের শর্তে বাঁচতে চায় তীব্র ভাবে। পাঁচজনের মধ্যে মিল হল সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ। সেখান থেকেই তারা নিজেদের ব্যান্ড ‘পরশমণি’ গড়ে তোলে। ছবির অন্যতম প্রতিবাদের ভাষা সঙ্গীত। যা একটি চরিত্র হয়ে উঠবে। বন্ধুত্ব-আবেগের অংশ হয়ে উঠবে গান। সঙ্গীত পরিচালনায় সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋজু রায় ও চন্দন রায়চৌধুরি। ‘পরশমণি’ ছবির শুটিং শুরু হয়েছে ২৬ অক্টোবর থেকে।

বড়পর্দার রাজকন্যায় ইচ্ছেনদীর জুটি

শুরু হল বিক্রম-শোলাঙ্কি জুটির নতুন ছবির কাজ। পরিচালনায় জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়



সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আবার বড় পর্দায় জুটি বাঁধতে দেখা যাবে বিক্রম চট্টোপাধ্যায় ও শোলাঙ্কি রায়কে। ছোট পর্দায় ‘ইচ্ছেনদী’ ধারাবাহিক থেকেই তাঁদের জুটি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। পরে ‘শহরের উষ্ণতম দিনে’ ছবিতেও একসঙ্গে কাজ করেছেন তাঁরা। আবার প্রেমের গল্পে জুটি বাঁধতে চলেছেন বিক্রম-শোলাঙ্কি। ছবির নাম এখনও চূড়ান্ত নয়, ওয়ার্কিং টাইটেল ‘রাজকন্যা’। পরিচালনার দায়িত্বে জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রযোজনায় অভিনেতার সংস্থা বিক্রম চ্যাটার্জি ফিল্মস ও ড্রিমস অন সেল। কলকাতার ঋতু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে তৈরি ‘রাজকন্যা’ মূলত দিব্য (বিক্রম) ও সোমদত্তার (শোলাঙ্কি) প্রেমকে কেন্দ্র করে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার বদলে যাওয়া সমীকরণের গল্প। স্কুলজীবনের নস্ট্যালজিয়া, কলেজের প্রেমের উত্তেজনা আর বড় হয়ে ওঠার পথে জমে থাকা নানা আবেগ—সব মিলিয়ে এই ছবি তুলে ধরবে এক চিরন্তন বাঙালি প্রেমের কাহিনি। কীভাবে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে গভীর ভালবাসায় রূপ নিতে পারে, সেই অনুভূতিকেই পর্দায় ফুটিয়ে তুলবে ছবিটি।

ছবিতে নব্বইয়ের দশকের কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ছবিও উঠে আসবে। সময়ের সঙ্গে শহর ও শহরতলির ছবি কতটা পাল্টেছে, তা-ও এই গল্পে একটা চরিত্রের মতোই হয়ে উঠবে। ছবিতে কলেজ জীবন আর তিরিশের কোঠার যে সময়কাল, সেখানে অভিনয় করবেন বিক্রম ও শোলাঙ্কি। আর স্কুলবেলার চরিত্রে নবাগত অভিনেতারা থাকবেন। সেই চরিত্রের অভিনেতার অনুসন্ধান চলছে।

বিক্রম জানালেন, ‘অনেক দিন ধরেই এই গল্পটা নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম শোলাঙ্কির সঙ্গে ছবিটা করতে। মাঝে ও সিরিয়াল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়। তাই প্রায় সাড়ে তিন বছর অপেক্ষা করেছি। এত দিনে সেই ছবিটা হতে চলেছে। প্রেমের জুটিতে আমাদের বরাবরই দর্শক ভালবাসা দিয়েছেন। তাই প্রেমের গল্প নিয়েই ফিরছি। এখানে আমার চরিত্রটা একদম বাঙালি পরিবারের পাশের বাড়ির ছেলেটার মতো। নিজের প্রেম পাওয়ার জন্য সে মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু বাস্তবে কিছু করে উঠতে পারে না।’ ছবিতে যেহেতু দুটো বয়সের চরিত্রে দেখা যাবে বিক্রমকে, তাই অভিনেতার চেহারাতেও অনেক বদল থাকবে। সে জন্য মাঝে বিরতি দিয়ে দুটো অংশের শুট করবেন বিক্রম। শোলাঙ্কি বললেন, ‘আমরা সকলেই নব্বইয়ের দশকের মিষ্টি প্রেমের ছবি দেখে বড় হয়েছি। তাই এমন একটা গল্প শুনে ভালই লেগেছিল। তা ছাড়া এই ছবির পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা সকলেই আমার বন্ধু। কাজের অভিজ্ঞতা ভালই হবে আশা করছি।’

ছবির শুটিং শুরু হয়েছে। ছবির গল্পের তিনটি সময়কাল তুলে ধরতে তিনটি ঋতুতে শুট করার পরিকল্পনা রয়েছে। ডিসেম্বরে যেমন ম্যাসাঞ্জোর ড্যাম ও সংলগ্ন অঞ্চলে শুটিং হবে। আগামী বছর গরমের ছুটিতে ছবিটি মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সেন্ট্রল বैंক ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

সল্ট লেক শাখা
ডিডি-১৩/১৮, সেক্টর-১, সল্ট লেক, কলকাতা- ৭০০০৬৪
টেলিফোন নং: ০৩৩-২৩৩৭ ১৭৯৪, মোবাইল নং: ৬২৯২১৯১৩৮১
ই-মেল: bmkoln1353@centralbank.bank.in

প্রাপ্তিস্বীকারপত্র-সহ রেজিস্টার্ড ডাকে প্রেরিত
তারিখ: ২৯.১০.২০২৬

প্রতি,
মেসার্স এক্সেল কম্পোজিটস প্রাঃ লিঃ, বোদাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, পোঃঅঃ- যুগবেড়িয়া, সেকেন্ড লেন ইস্ট, কলকাতা-৭০০১১০
মিঃ জয় কুমার গুপ্তা, ডিরেক্টর, মেসার্স এক্সেল কম্পোজিটস প্রাঃ লিঃ, সমান্তরাল স্বত্বধারক-জামিনদার, মেসার্স এক্সেল কম্পোজিটস প্রাঃ লিঃ, জিসি-১৫২, সেক্টর ৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০১০৬
মিঃ জিত কুমার গুপ্তা, ডিরেক্টর, মেসার্স এক্সেল কম্পোজিটস প্রাঃ লিঃ, জামিনদার, মেসার্স এক্সেল কম্পোজিটস প্রাঃ লিঃ, জিসি-১৫২, সেক্টর ৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০১০৬
মিঃ বীরেন্দ্র কুমার ঠাকুর, মেসার্স এক্সেল কম্পোজিটস প্রাঃ লিঃ-এর সমান্তরাল স্বত্বধারক-জামিনদার, এজে-২০৮, সেক্টর ২, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৬৪
মিঃ শ্রীনাথ গুপ্তম, মেসার্স এক্সেল কম্পোজিটস প্রাঃ লিঃ-এর সমান্তরাল স্বত্বধারক-জামিনদার, এইচএ-১০৫, সেক্টর ৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১
মিসেস রিনা ঠাকুর (মেসার্স এক্সেল কম্পোজিটস প্রাঃ লিঃ-এর সমান্তরাল স্বত্বধারক-জামিনদার রাজেন্দ্র কুমার ঠাকুর-এর আইনি উত্তরাধিকারিণী তথা পত্নী), এজে-২০৮, সেক্টর ২, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৬৪
মেসার্স এক্সেল কম্পোজিটস প্রাঃ লিঃ-এর সমান্তরাল **স্বত্বধারক-জামিনদার প্রয়াত রাজেন্দ্র কুমার ঠাকুর-এর অপর যে কোনও আইনি উত্তরাধিকারী** (মিসেস রিনা ঠাকুরের মাধ্যমে পরিষেবিত), এজে-২০৮, সেক্টর ২, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৬৪
মিস নীলম ঠাকুর (মেসার্স এক্সেল কম্পোজিটস প্রাঃ লিঃ-এর সমান্তরাল স্বত্বধারক-জামিনদার রাজেন্দ্র কুমার ঠাকুর-এর আইনি উত্তরাধিকারিণী তথা কন্যা), এজে-২০৮, সেক্টর ২, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৬৪; মিস নীলম ঠাকুর **(মেসার্স এক্সেল কম্পোজিটস প্রাঃ লিঃ-এর সমান্তরাল স্বত্বধারক**-জামিনদার রাজেন্দ্র কুমার ঠাকুর-এর আইনি উত্তরাধিকারিণী তথা কন্যা), ১১৩, ট্যাম্পাইনস স্টরিট ৮৬, দ্য আল্পস রেসিডেন্স # ১৪-৪১ এসজি:৫২৮৫৩৬, ফোন: ৮৩৭৪৯৬৫০

বিষয়: সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি

নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট, ২০০২ (এর পরে সংক্ষিপ্তরূপে ‘সারফায়েসি অ্যাক্ট’ হিসেবে উল্লিখিত) অধীনে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র চিফ ম্যানেজার পদাধিকারী অনুমোদিত আধিকারিক রূপে এতদ্দ্বারা আপনাদের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করছেন:
আপনারা অবগত আছেন যে, আপনাদের অনুরোধে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এর পরে ‘ব্যাঙ্ক’ হিসেবে উল্লিখিত), এর **সল্ট লেক শাখার** মাধ্যমে আপনাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে যা এর সঙ্গে সংযুক্ত তফসিল ‘ক’-এর ১ থেকে ৩ নং কলামে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে।
তফসিল ‘খ’-তে সম্পত্তির বিবরণ সহ বিশদে/ উল্লিখিত পদ্ধতিতে জামানতের নথিপত্র সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের অনুকূলে সৃষ্ট জামিনস্বার্থের বিনিময়ে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে উক্ত আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছিল। যেহেতু আপনারা অ্যাকাউন্টটি যথাযথরূপে পরিচালনা করেননি এবং মঞ্জুরির শর্তাবলি অনুসারে ব্যাঙ্কের পাওনা পরিশোধ করেননি এবং এর ফলস্বরূপ, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত প্রযোজ্য নির্দেশিকা অনুসারে আপনাদের অ্যাকাউন্টটিকে **২৭.১০.২০২৬** তারিখ থেকে একটি অনুৎপাদক পরিসম্পদ (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাঙ্কের তরফে বারংবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও, আপনারা ব্যাঙ্কের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন।
ব্যাঙ্কের তরফে আপনাদের **প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা অনুযায়ী আপনাদের থেকে ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্কের** বিবরণ এখানে সংযুক্ত তফসিল ‘ক’-এর ৪ থেকে ৯ নং কলামে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন আর্থিক সুবিধার অধীনে বকেয়া যাবতীয় অর্থাঙ্কের যোগফল হিসেবে আপনাদের থেকে ব্যাঙ্কের মোট পাওনা অর্থাঙ্ক, যা এখানে সংলগ্ন তফসিল ‘ক’-এর ৪ থেকে ৯ নং কলামে বিস্তারিত দেওয়া আছে, তা হল **₹৪,৭২,৯৮,৫৫৪.০০ (চার কোটি বাহাত্তর লক্ষ আটানব্বই হাজার পাঁচশো চুয়ান্ন টাকা মাত্র)** এবং আপনারা উক্ত অর্থাঙ্কের পুরোটাই পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন।
সুতরাং, সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে এতদ্দ্বারা আপনাদের বিজ্ঞপ্তির তারিখ অর্থাৎ ২৯.১০.২০২৬ থেকে সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত তফসিল ‘ক’-তে উল্লিখিত প্রযোজ্য সুদের হারে অতিরিক্ত সুদ-সহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, চার্জ এবং চুক্তি ও/অথবা আইন অনুসারে আপনাদের থেকে আদায়যোগ্য খরচ-সহ সম্পূর্ণ পাওনা অর্থাঙ্ক বাবদ ₹৪,৭২,৯৮,৫৫৪.০০ (চার কোটি বাহাত্তর লক্ষ আটানব্বই হাজার পাঁচশো চুয়ান্ন টাকা মাত্র), এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রদান করে আপনাদের দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণভাবে মেটানোর জন্য আপনাদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে।
ওপরে উল্লেখিত ব্যাঙ্কের মোট পাওনা পরিশোধে আপনারা ব্যর্থ হলে, অধীনে প্রণীত বিধিসমূহ-সহ পঠনীয় সারফায়েসি অ্যাক্টের সংস্থানাধীনে এই ব্যাঙ্কের প্রতি উপলব্ধ যাবতীয় বা যে কোনও অধিকার ব্যাঙ্ক প্রয়োগ করবে।
আপনাদের অবগতির জন্য আরও জানানো হচ্ছে যে, উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১৩) ধারার শর্তানুসারে, আপনারা ব্যাঙ্কের আগাম লিখিত সম্মতি ছাড়া তফসিল ‘খ’-তে বিশদে বর্ণিত সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রয়ের মাধ্যমে বা অন্য কোনও উপায়ে হস্তান্তর না করতে আইনত বাধ্য।
সারফায়েসি অ্যাক্টের ২৯ নং ধারার সংস্থানগুলির প্রতিও আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে, যেখানে এমনটাই বলা হয়েছে যে, এই সারফায়েসি অ্যাক্টের বিধানগুলির কোনও লঙ্ঘন এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত একটি অপরাধ রূপে গণ্য হবে। এই দাবি বিজ্ঞপ্তিটি ব্যাঙ্কের দ্বারা ইতিমধ্যে প্রয়োগ করা ও/বা প্রয়োগ করা হতে পারে এমন অপর অধিকার বা প্রতিকারগুলির প্রতি কোনও প্রকার পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই জারি করা হয়েছে এবং এটি কোনও প্রকার মকুব হিসেবে গণ্য করা হবে না, যার মধ্যে উক্ত বকেয়া আদায়ের জন্য কোনও আইনি ব্যবস্থা এবং সেইসঙ্গে আপনাদের তরফে আমাদের প্রতি প্রদেয় ও বকেয়া হিসেবে পাওয়া যেতে পারে এমন অর্থের জন্য আরও দাবি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
সুরক্ষিত সম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ক সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(৮) নং ধারার সংস্থানগুলির প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

(অনুমোদিত আধিকারিক)

তফসিল ‘ক’
মঞ্জুরকৃত ও গৃহীত আর্থিক সুবিধাবলির বিশদ তথ্য এবং অনাদায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
অ্যাকাউন্ট নং	মঞ্জুরকৃত ও গৃহীত আর্থিক সুবিধাবলির প্রকৃতি	মঞ্জুরকৃত আর্থিক সুবিধার অর্থাঙ্ক	নোটিসের তারিখে অনাদায়ী অর্থাঙ্কের লেজার ব্যালান্সের মোট অর্থমূল্য	লেজারে যে তারিখ পর্যন্ত সুদ ধরা হয়েছে	নোটিসের তারিখ অর্থাৎ, ২৯.১০.২০২৬ পর্যন্ত লেজারে সুদ ধার্যের শেষ তারিখ থেকে দণ্ডমূলক সুদ (যদি থাকে) বাদে সুদের অর্থাঙ্ক	সর্বশেষ দণ্ডমূলক সুদ ধার্যের তারিখ থেকে নোটিসের তারিখ পর্যন্ত ধার্য দণ্ডমূলক সুদ (জটিল সুদের হিসেবে নয়)	আইন মোতাবেক / ঋণজুরির শর্তানুসারে আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ও মাশুল (যদি থাকে)	নোটিসের তারিখ পর্যন্ত মোট অনাদায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক
৩০০০১৬১২০৬	ক্যাশ ক্রেডিট	₹৪,৫০,০০,০০০.০০	₹৪,৫০,০১,০১২.৫০	৩০.০৬.২০২৬	₹১২,৬১,৫৭১.০০	₹৩৩,৫৩৫.০০	₹৪৫৮.০০	₹৪,৬২,৬২,৫৮৪.০০
৫১৮২০৩৩৭৪৬	টিএল- সিজিইসিএল ১.০	₹৬০,৬২,০০০.০০	₹৬,৯১,২৪৩.১০	৩০.০৬.২০২৬	₹২৪,১৫৭.০০	₹৮০০.০০	–	₹৭,১৫,৪০০.১০
৩০৭০১৫১২৫২	ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি	₹৫০,০০,০০০.০০	₹৩,২০,৫৭০.০০	–	₹৩,২০,৫৭০.০০	–	–	₹৩,২০,৫৭০.০০

তফসিল ‘খ’
(ঋণগ্রহীতা দ্বারা সম্পাদিত জামানতের নথিপত্র সম্পর্কিত বিশদ তথ্য)

ক্রম	নথিপত্রের নাম
১	যাবতীয় মজুত কাঁচামাল, স্টোর্স ও স্পেয়ার্স, প্যাকিং মেটিরিয়ালস, ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস এবং পূর্ণরূপে প্রস্তুত পণ্য
২	স্বত্বদলিল জমার মাধ্যমে সমবন্ধক
৩	কোম্পানির অপর স্থায়ী পরিসম্পদের (জমি, বাড়ি, ছাউনি ও কাঠামো, যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ বাদে) ওপর দাখিলা

তফসিল ‘গ’
(সুরক্ষিত পরিসম্পদ / বন্ধকি সম্পত্তি / রেহানাবদ্ধ সামগ্রীর বিশদ বিবরণ)

১. শিল্পকাজে ব্যবহার্য কারখানা ভবন, ছাউনি এবং যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ সমেত সামান্য কমবেশি ১ বিঘা ৫ কাঠা অর্থাৎ, ২৫ কাঠা জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বোদাই, থানা- খড়দহ, পরবর্তীতে ঘোলা, বর্তমানে নিউ ব্যারাকপুর, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস- ব্যারাকপুর, জে এল নং ২৭, আর এস নং ৬২, তৌজি নং ৭, আর এস খতিয়ান নং ৩৭৬১, অংশ বিশেষে আর এস দাগ নং ১০১৯, ১০২০ ও ৯৯০, এল আর দাগ নং ১০১৮, ১১১৭ ও ১০৮৫, এল আর খতিয়ান নং ১০৬, ৩০৬, ৩৩১, ১০৩ ও ১১, মৌজা- বোদাই, বিলকন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্যারাকপুর এডিএসআর (বর্তমানে সোদপুর)-এর অধিক্ষেত্রাধীন, থানা- খড়দহ, পরবর্তীতে ঘোলা, বর্তমানে নিউ ব্যারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- ২২ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ- আর এস দাগ নং ১০২১; পূর্ব- আর এস দাগ নং ১০১৯ ও ১০২০ (অংশ); পশ্চিম- দাগ নং ১০২০ (অংশ)।

দলিল অনুযায়ী রেজিস্টার্ড স্বত্বধারক	বর্তমান স্বত্বধারক
১. শ্রী ব্রজ বিহারী ঠাকুর (প্রয়াত)	১. শ্রী বীরেন্দ্র কুমার ঠাকুর
২. শ্রী রাজেন্দ্র কুমার ঠাকুর (প্রয়াত)	২. মিসেস রিনা ঠাকুর
৩. শ্রী বীরেন্দ্র কুমার ঠাকুর	৩. মিস নীলম ঠাকুর
	৪. প্রয়াত রাজেন্দ্র কুমার ঠাকুরের অপর কোনও আইনি উত্তরাধিকারী (যা ব্যাঙ্কে জানানো হয়নি)

২. শিল্পকাজে ব্যবহার্য কারখানা ভবন, ছাউনি এবং যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ সমেত সামান্য কমবেশি ১ বিঘা ৫ কাঠা অর্থাৎ, ২৫ কাঠা জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বোদাই, থানা- খড়দহ, পরবর্তীতে ঘোলা, বর্তমানে নিউ ব্যারাকপুর, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস- ব্যারাকপুর, জে এল নং ২৭, আর এস নং ৬২, তৌজি নং ৭, আর এস খতিয়ান নং ৪২৯, ৩৭৬/১ ও ৫২৯, এল আর খতিয়ান নং ১০৩ ও ৪৯, আর এস দাগ নং ১০১০, ১০২০ ও ১০১৯/১১২৪, এল আর খতিয়ান দাগ নং ১১১৭, ১১১৮ ও ১১১৬, মৌজা- বোদাই, বিলকন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্যারাকপুর এডিএসআর (বর্তমানে সোদপুর)-এর অধিক্ষেত্রাধীন, থানা- খড়দহ, পরবর্তীতে ঘোলা, বর্তমানে নিউ ব্যারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- ২২ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ- ১০২২২ নং দাগের জমি; পূর্ব- অন্যের সম্পত্তি; পশ্চিম- দাগ নং ১০১৭ ও ১০১৮; দলিল নং ০৭৮১১/১৯৯৬।

দলিল অনুযায়ী রেজিস্টার্ড স্বত্বধারক	বর্তমান স্বত্বধারক
১. শ্রী ব্রজ বিহারী ঠাকুর (প্রয়াত)	১. শ্রী বীরেন্দ্র কুমার ঠাকুর
২. শ্রী জয় কুমার গুপ্তা ওরফে ঠাকুর	২. মিসেস রিনা ঠাকুর
৩. শ্রী শ্রীনাথ গুপ্তা ওরফে ঠাকুর	৩. মিস নীলম ঠাকুর
৪. শ্রী কৃষ্ণ বিহারী গুপ্তা ওরফে ঠাকুর (প্রয়াত)	৪. প্রয়াত রাজেন্দ্র কুমার ঠাকুরের অপর কোনও আইনি উত্তরাধিকারী (যা ব্যাঙ্কে জানানো হয়নি)
৫. শ্রী রাজেন্দ্র কুমার ঠাকুর (প্রয়াত)	৫. শ্রী জয় কুমার গুপ্তা ওরফে ঠাকুর
৬. শ্রী বীরেন্দ্র কুমার ঠাকুর	৬. শ্রী শ্রীনাথ গুপ্তা ওরফে ঠাকুর

(অনুমোদিত আধিকারিক)

বैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

শ্যামবাজার শাখা
৭৮, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬
ই মেল: shamba@bankofbaroda.com

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যানেক্সার ‘এ’
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি;
পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি **‘যেখানে আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেমন আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই-নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম / লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী / বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	**মেসার্স ডি ডি গার্মেন্টস, প্রোপ্রাইটর: মিঃ দীপক দাস, মিসেস কৃষ্ণা দাস (জামিনদার ও বন্ধকদাতা),** ঠিকানা: পি-১২, সিআইটি স্কিম VIIIM, গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৬৭ ও ১৬/১/এইচ/১২ বি, বি বি জি সরণি, উল্টাডাঙা মেন রোড, কলকাতা-৭০০০৬৭, পশ্চিমবঙ্গ	ফ্ল্যাট নং ১এ, গ্রাউন্ড ফ্লোরে, মোজাইকের মেঝে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২৪৮ বর্গফুট, প্রেমিসেস ১০৯-সি, উল্টাডাঙা মেন রোড, জানা প্রেমিসেস নং পি-১২, সিআইটি স্কিম নং VIII (M), থানা উল্টাডাঙা, কলকাতা-৭০০০৬৭, গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, মিঃ দীপক দাস ও মিসেস কৃষ্ণা দাসের নামে। **বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি: উত্তর**: সিআইটি পার্ক স্কিম নং VIII-M; **দক্ষিণ**: ১২.২ মিটার (৪০ ফুট) চওড়া সিআইটি রোড, সিআইটি স্কিম নং VIII-M; **পশ্চিম**: প্লট নং ১৮ স্কিম নং VIII-M। **মূল অনুসারে ফ্ল্যাট ও পার্কিংয়ের চৌহদ্দি: উত্তর**: খোলা আকাশ; **দক্ষিণ**: প্রবেশপথ ও সিঁড়ি; **পূর্ব**: খোলা আকাশ; **পশ্চিম**: খোলা আকাশ।	₹২৬,২৬,৫৮১.৯৪ (ছাব্বিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো একাশি টাকা এবং চুরানব্বই পয়সা মাত্র) তৎসহ ০৯.০৮.২০২৬ থেকে উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য চার্জ	০৪.১২.২০২৬ সময়: দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹৪৭,৭৯,০০০.০০ / ₹৪,৭৭,৯০০.০০ / ₹১০,০০০/-	প্রতীকী	যে কোন